দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 10 OCT 2012
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম: ১-৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজেক্টর সরবরাহ নিয়ে জটিলতা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নানান ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাল ছোঁয়া এনে দিতে সরকারের রয়েছে নানান উদ্যোগ। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিটির (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন বিষয়ে রয়েছে সরকারের প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম এবং প্রজেক্টর প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আর এর জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও চালু রয়েছে। এই প্রকল্পেরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রজেক্টর সরবরাহের উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই দরপত্রটি নিয়েই সরকারের আরেক প্রতিষ্ঠান টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)-এর সাথে চলছে বিরোধ।

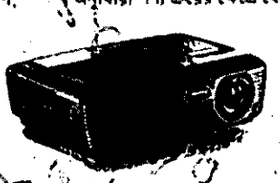

গত ১৩ সেপ্টেম্বর টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)-এর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (প্রশাসন ও সেবা) মো. আব্দুস ছামাদ স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নিজস্ব ব্র্যান্ডের দোয়েল ল্যাপটপের পর টেশিস-এখন নিজস্ব দোয়েল ব্র্যান্ডের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সংযোজন করবে। হায়ার ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি, চায়নার কারিগরি সহযোগিতায় টি১৯০ মডেলের ডিএলপি প্রজেক্টর সংযোজন করে তারা বাজারজাত করবে বলে জানায় এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। কারিগরি সহায়তা ছাড়াও আর্থিক সহায়তা ও টেশিসকে প্রদান করবে হায়ার। আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল প্রজেক্ট তাদের প্রয়োজনে ২০,৫০০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের জন্য যে দরপত্র আহ্বান করে, তাতে অংশ নিয়ে টেশিস সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয় বলেও জানানো হয় তাদের পক্ষ থেকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের জন্য ২০,৫০০টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহের কাজের দরপত্রে ১২টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। নয়টি গ্রুপের কাজের মধ্যে টেশিস ছয়টি গ্রুপে সর্বনিম্ন দরদাতা হয় বলে জানা গেছে। তবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ (পিপিআর) ২০০৮-এর ধারা অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সূত্র। সেই হিসেবে হায়ার ইনফরমেশন টেকনোলজিসের সাথে যৌথ উদ্যোগে টেশিস যে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহের দরপত্রে অংশ নেয়, তা পিপিআর অনুযায়ী বৈধ নয়। টেশিসের পক্ষ থেকে আবার একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেন্ডারে অংশ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। টেশিসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, যৌথ মালিকানা কোম্পানি হিসেবে দেখিয়ে টেশিসের দরপত্র বাতিলের চেষ্টা করা হলেও, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে তারা মনে করে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে টেশিসের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ আ আ মো. মোস্তাফির জানান, 'উন্মুক্ত দরপত্রে আমরা নয়টি গ্রুপের মধ্যে ছয়টিতে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমরা লিখিতভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। তবে তারা কোনো ধরনের উত্তর আমাদের দেয়নি।' এই বিষয়ে জানতে চাইলে আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের পরিচালক আবুল কালাম আজাদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহে যে দরপত্রটি আহ্বান করা হয়েছে, তা এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দরপত্রে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সব ধরনের কাগজপত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই প্রক্রিয়ার সবকিছুই হচ্ছে পিপিআর-এর ধারা মেনে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলেই জানা যাবে এই দরপত্রের জন্য উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানটি। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে এই বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।' টেশিসের সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ার দাবি এবং টেশিসের অভিযোগ সম্পর্কে আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'উন্মুক্ত দরপত্রের বিষয়টি যখন প্রক্রিয়াধীন থাকে, তখন এতে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কথা বলা ঠিক নয়। টেশিসের পক্ষ থেকে কেনো কিছু বলা হলে সেটা তাদের নিজস্ব বিষয়। দরপত্রের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে কে সর্বনিম্ন দরদাতা, তা বলা সম্ভব নয়। বরং অংশগ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের দাবি করলে তাতে দরপত্রের চলমান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'কে কী বলছে, সেটা তাদের ব্যাপার। আমরা শুধু নিশ্চয়তা দিতে পারি পুরো প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আমাদের যা কিছু করা সম্ভব করব। আর জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এবং আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, সেই আহ্বান থাকবে সবার প্রতি।'

■ মোজাহেদুল ইসলাম